TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ □ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ □ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ্ নং ঃNo.F.5(4)-SWC/AWNS/13/ 4663-72 তারিখ ঃ 28-9-2015

প্রেস রিলিজ

মহিলা কমিশনের উদ্যোগে সাব্রুম মহকুমার রূপাইছড়ি ব্লকের কমিউনিটি হলে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা সভা

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন আয়োজিত সাব্রুম মহকুমার রূপাইছড়ি ব্লকের কমিউনিটি হলে গত ২২শে সেপ্টেম্বর নারী নির্যাতন প্রতিরোধে এক সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাগত ভাষণ রাখেন রূপাইছড়ির সিডিপিও শ্রীসৌহার্দ্য চক্রবর্ত্তী। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ডিপিও শ্রীহারাধন দাস, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন শ্রীমতী পূর্ণিমা রায় মহোদয়া এবং সমাজসেবী শ্রীমতী ম্রানাউ মগ, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রূপাইছড়ি আর ডি ব্লকের চেয়ারম্যান শ্রীসাথই মগ। ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সদস্যা ডঃ প্রণতি মোদক ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে রূপাইছড়ির সিডিপিও সৌহার্দ্য চক্রবর্ত্তী বলেন নারী নির্যাতন শুরু হয়ে যায় মাতৃগর্ভ থেকে। সেই থেকে নারী নির্যাতন প্রতিনিয়তই চলতে থাকে। তিনি আরো বলেন ছোট বয়েস থেকেই ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের ব্যাপারেও বিশেষ যত্নশীল হতে হবে। তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে ভবিষ্যতে স্বনির্ভর হয়ে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারে। কন্যাসন্তানের প্রতি কোন অবস্থাতেই যাতে অবহেলা না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ডিপিও হারাধন দাস বলেন - সংবিধানে নারীপুরুষ উভয়ের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে ঠিকই কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সমাজে নারীরা অনেকক্ষেত্রে সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কন্যাভ্রূণ হত্যা চলছে। মেয়েদের লেখাপড়া কম করানো হয় এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও সবসময় অবহেলা করা হয়। মেয়েদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে উপযুক্ত পুষ্টিকর খাবার জুটে না। নারীদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সঠিক যত্ন নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন শ্রীমতী পূর্ণিমা রায় বলেন, মাতৃগর্ভে কন্যাভ্রূণ হত্যা চলছে এবং কিছুক্ষেত্রে জন্মের পর সদ্যোজাত কন্যাকে পরিত্যক্ত জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়। পণের জন্য অত্যাচার চলে। কোথাও কোথাও মহিলাদের আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোথাও বিষ খাইয়ে আত্মহত্যার রূপ দিচ্ছে। স্বামীরা তীর জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত হয়ে মেয়েদের বাপের বাড়ি থেকে টাকা এনে দিতে চাপ দিচ্ছে। শ্বশুর বাড়ীতে বধূদের নানাভাবে নির্যাতন করা হয়। কাজেই মেয়েরা যাতে পড়াশুনা করে শিক্ষিত হয় এবং অর্থনৈতিক দিকে স্বনির্ভর হয় সেদিকে সচেষ্ট হতে হবে। কন্যা সন্তানদের যত্ন নেওয়ার বিষয়ে সকলকে অবগত করেন। বাল্যবিবাহ বন্ধ করার কথা বলেন। উপজাতি সমাজের মধ্যে যে ডাইনি প্রথার মত কুপ্রথা প্রচলিত আছে তার কুফল সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন ডাইনি প্রথা হল একটি সামাজিক ব্যাধি। এই প্রথার মাধ্যমে নিরীহ মানুষদের শাস্তি দেওয়া হয় এমনকি মেরেও ফেলা হয়। এই প্রথা বন্ধ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

সমাজসেবী শ্রীমতী ম্রানাউ মগ বলেন, নারী নির্যাতনে এই ধরনের সচেতনতা সভা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। সমাজে নারীরা নানাভাবে নির্যাতিতা হচ্ছেন। নারীরা প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত হলে নারী নির্যাতন অনেক কমবে বলে আশা করা যায়।

অনুষ্ঠানের সভাপতি রূপাইছড়ি আর ডি ব্লকের চেয়ারম্যান সাথই মগ বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় নারী নির্যাতন কম হচ্ছে। কি করে নারী নির্যাতন দূর করা যায় সে ভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি বলেন এই আলোচনা সভার সার্থকতা তখনই আসবে, যখন সবাই নিজ নিজ এলাকায় সবার মধ্যে আলোচনা করবেন এবং সচেতন করবেন। সমাজে গার্হস্থ্য হিংসাও দূর করতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে।

ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সদস্যা ডঃ প্রণতি মোদক বলেন, নারী নির্যাতন, বধূহত্যা এবং গার্হস্থ্য হিংসার মূল কারণটি হল পণপ্রথা। পণ দেওয়া ও নেওয়া দুটোই অপরাধ। কাজেই এব্যাপারে মানসিকতার পরিবর্তন আনা অবশ্যই দরকার। পনপ্রথাকে সমাজ থেকে মুছে ফেলতে হলে প্রথমেই বরপক্ষকে দায়িত্ব নিতে হবে যাতে পণ গ্রহন না করে। তেমনি কন্যাপক্ষের ও করনীয় কিছু আছে। তারা শিক্ষিত এবং স্বনির্ভর হবে। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে এবং বিভিন্ন সময়ে স্কুলে সেমিনার করে ছাত্রছাত্রীদের বোঝাতে হবে। পণপ্রথার বিলোপ সাধনের জন্য তাদেরই পদক্ষেপ নিতে হবে। পরিশেষে তিনি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ।

28/9/2015
Smt. Purnima Dutta Roy
Vice Chairperson,
Tripura Commission for Women